তারিখ 03 NOV 2018
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রধানমন্ত্রীর কাছে নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের নক্‌শা উপস্থাপন

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্‌শা উপস্থাপন করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মাধবী হলে স্থপতি ইকবাল হাবিব ও ইশতিয়াক জহির পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নতুন ভবনের নানা দিক প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্তারী মমতাজ, নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইমেরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম, প্রেস সচিব ইহসানুল করিম প্রমুখ। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

প্রেস সচিব জানান, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে প্রস্তাবিত আটতলা ভবনের নানা বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। স্থপতি ইকবাল হাবিব জানান, ধানমন্ডির পুরাতন ২৮ নম্বরের ৩৩০বি'তে বিদ্যমান পাঁচতলা ভবনটি ছয়তলায় উন্নীত করা হবে। বিদ্যমান ভবনের পাশাপাশি আরেকটি নতুন আটতলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কমপ্লেক্স ভবনের সামনে উন্মুক্ত স্থান ও মঞ্চ থাকবে। যেটি ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরের আদলে তৈরি করা হবে।

ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর কবি নজরুল ইসলামকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেন। কবির চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কবির জন্মভিটা পরিদর্শনের স্মৃতিচারণ করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ায় জাতীয় কবির বাড়িতে যান। শেখ হাসিনাই প্রথম কোনো সরকার প্রধান যিনি কবি নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়ার বাড়িতে গিয়েছেন।